[২০১৮] ১০ এস. সি. আর. ৩৪৮

তানিয়া মালিক

বনাম

দিল্লি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল

(২০১৭ সালের ৭৬৪ নং রিট পিটিশন (দেওয়ানি))

ফেব্রুয়ারি ১৬,২০১৮

[অরুন মিশ্রা এবং অমিতাভ রয়, বিচারপতিদ্বয়]

জুডিশিয়াল সার্ভিস– দিল্লি জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা, ২০১৫ - উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন এবং নম্বরের সংযম – আবেদনকারীরা মূল পরীক্ষার ফৌজদারি আইন পত্রের উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন চেয়েছিলেন এবং ২০১৫ সালের পরীক্ষায় প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের সংযম আরও চেয়েছিলেন –

আদেশ ঃ সঞ্জয় সিং-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট একই বিষয়ের একাধিক পরীক্ষক থাকলে সংযমকে উপযুক্ত বলে নির্ধারণ করেছেন – যেখানে প্রার্থীর সংখ্যা সীমিত এবং শুধুমাত্র একজন পরীক্ষক মূল্যায়ন করেন, সেখানে ধরে নেওয়া উচিত যে মূল্যায়নে অভিন্নতা থাকবে – তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, এটি বিতর্কিত নয় যে শুধুমাত্র একজন পরীক্ষক একটি বিষয়ের একই অংশ মূল্যায়ন করেছিলেন, তাই, সংযম প্রক্রিয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল না – উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন সম্পর্কিত ক্ষেত্রে, এটি আইনের একটি নিষ্পত্তিকৃত প্রস্তাব যে পুনর্মূল্যায়ন বিধানের অভাবে, এটি আদেশ দেওয়া যাবে না – তদনুসারে, প্রশ্নবিদ্ধ পরীক্ষার জন্য, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় পুনর্মূল্যায়ন বিধানের অভাবে, এটি অবলম্বন করা যাবে না – দিল্লি বিচার বিভাগীয় পরিষেবা বিধি, ১৯৭০ – ভারতের সংবিধান – ধারা ৩২।

জুডিশিয়াল সার্ভিস- দিল্লি জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা, ২০১৫ - মৌখিক পরিক্ষার জন্য ন্যূনতম নম্বর - যুক্তিসঙ্গততা - আবেদনকারীদের মধ্যে একজনকে ৩৭% নম্বর দেওয়া হয়েছিল; যেখানে মৌখিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪৫% নম্বরের প্রয়োজন ছিল - মোট ৬৪ জন প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়েছিল এবং ৬৩ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছিল - শুধুমাত্র উক্ত আবেদনকারীকেই মৌখিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য ঘোষণা করা হয়েছিল - আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিচারিক পরিষেবার মৌখিক পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম নম্বর নির্ধারণের বিধানটি অযৌক্তিক –

আদেশ : তাৎক্ষণিকভাবে, ৬৪ জন প্রার্থীর মধ্যে কেবল একজন সাক্ষাৎকারে অকৃতকার্য হয়েছেন -

এটি আসলে পক্ষপাতদুষ্টতা প্রদর্শন করে না বরং বরং ইঙ্গিত দেয় যে আবেদনকারীর কর্মক্ষমতা এমন ছিল যে নির্বাচন কমিটি সবচেয়ে উদার হওয়া সত্ত্বেও, তারা উক্ত প্রার্থীকে ন্যূনতম পাসিং নম্বরও প্রদান করা উপযুক্ত বলে মনে করেনি - কমিটি কর্তৃক নম্বর প্রদানকে অনুপযুক্ত বলা যায় না - তদুপরি, নিয়ম অনুসারে, ন্যূনতম কাট অফ নির্ধারিত - এটি শিথিল করা যেত না এবং তদুপরি, শিথিলকরণ নীতির বিষয় এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি, সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব বিবেচনা করে, শিথিল না করার সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক বলা যায় না।

জুডিশিয়াল সার্ভিস- দিল্লি বিচারবিভাগীয় পরীক্ষা, ২০১৫– রাউন্ডিং অফের মাধ্যমে নম্বর বৃদ্ধি - প্রযোজ্য হোক বা না হোক - বিজ্ঞাপন অনুসারে, সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হওয়ার জন্য যোগ্য হতে হলে প্রার্থীদের মূল পরীক্ষায় ৫০% এবং প্রতিটি বিষয়ে ৪০% নম্বর পেতে হবে - আবেদনকারীদের মধ্যে একজন ৪৯.৯% নম্বর পেয়েছেন এবং এটিকে ৫০% এ রাউন্ড অফ করার জন্য আবেদন করেছেন –

আদেশ ঃ: যখন একটি নির্দিষ্ট সমষ্টিকে যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত করা হয়, তখন একজন ব্যক্তিকে শিথিলতা ছাড়াই মানদণ্ড পূরণ করতে হবে - ন্যূনতম সমষ্টি তৈরি করার জন্য রাউন্ডিং অফ পদ্ধতি দ্বারা নম্বর বৃদ্ধি করা অনুমোদিত নয় - সুতরাং, তাৎক্ষণিকভাবে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা ন্যূনতম সমষ্টি নম্বর অর্জনের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে রাউন্ডিং অফ পদ্ধতির নীতি প্রয়োগ করা যাবে না।

জুডিশিয়াল সার্ভিস- দিল্লি বিচারবিভাগীয় পরীক্ষা, ২০১৫– ন্যূনতম কাট-অফ নম্বর হ্রাসের আবেদন – বিজ্ঞাপন অনুসারে, প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হওয়ার জন্য যোগ্য হতে হলে মূল পরীক্ষায় ৫০% এবং প্রতিটি বিষয়ে ৪০% নম্বর পেতে হবে – আবেদনকারীদের একজন আবেদন করেছিলেন যে পৃথক বিষয়ের ন্যূনতম কাট-অফ নম্বর ৪০% থেকে কমিয়ে ৩৩% করা হোক কারণ তিনি কেবল একটি বিষয়ে ফেল করেছিলেন –ধরে নেওয়া হয়েছে: লিখিত প্রশ্নপত্রের জন্য ন্যূনতম পাসিং নম্বর নির্ধারণে কোনও দোষ নেই–যেকোনো পরীক্ষায় এমন ঘটতে পারে যে, যার ‘ভালো নম্বর’ আছে সে কোনও একটি প্রশ্নপত্রে ভালো ফলাফল নাও পেতে পারে এবং তাকে ‘অকৃতকার্য’ ঘোষণা করা যেতে পারে – এটি শিথিল করার আদেশ দেওয়ার বা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঠিকতা নিয়ে সন্দেহ করার কারণ হতে পারে না – হস্তক্ষেপের কোনও কারণ নেই।

রিট পিটিশন খারিজ করে আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

: সংযমের আদেশ দিতে হবে কি না।

১.১)মূল্যায়নে অভিন্নতা আনার জন্য মিতব্যয়িতা একটি উপযুক্ত পদ্ধতি। যখন একাধিক পরীক্ষক একই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট/প্রচলিত ধরনের প্রশ্নপত্রের উত্তর-লিপিগুলি ম্যানুয়ালি মূল্যায়ন করেন, তখন পরীক্ষকের পরিবর্তনশীলতা হ্রাস করার জন্য একটি পদ্ধতি হিসাবে মিতব্যয়িতা গ্রহণ করা হয়। [অনুচ্ছেদ ১২] [৩৫৮-এ-বি]

১.২)সঞ্জয় সিংহের মামলায় এই আদালত একই বিষয়ের একাধিক পরীক্ষকের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হওয়ার জন্য সংযম নির্ধারণ করেছে। এটিও লক্ষ্য করা গেছে যে যেখানে সীমিত সংখ্যক প্রার্থী রয়েছেন এবং শুধুমাত্র একজন পরীক্ষক মূল্যায়ন করবেন, সেখানে মূল্যায়নে অভিন্নতা থাকবে বলে ধরে নেওয়া যায়। এখানেই একাধিক পরীক্ষক একই বিষয় মূল্যায়ন করেন। গড় নম্বর এবং প্রদত্ত নম্বরের পরিসরে পার্থক্য রয়েছে। একটি 'বাজ-পায়রা' প্রভাব রয়েছে। কিছু পরীক্ষক চতুর এবং তারা বেশি নম্বর প্রদান করে; কিছু পরীক্ষক কঠোর এবং তারা কম নম্বর দেয়, একইভাবে সংযত হতে পারে। কঠোরতা এবং উদারতার মাত্রায় বৈচিত্র্য থাকতে পারে।বিষয়গততা বা পরিবর্তনশীলতা দূর করার জন্যই সংযমের বিধান গ্রহণ করা হয়। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এমন নয়, তাই সঞ্জয় সিং মামলার সিদ্ধান্ত আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে করা সংযমের আবেদনকে সমর্থন করার পরিবর্তে প্রত্যাখ্যান করে। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে যেহেতু এটি বিতর্কিত নয় যে শুধুমাত্র একজন পরীক্ষক একটি বিষয়ের একই অংশ মূল্যায়ন করেছিলেন। সংযমের প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল না। [অনুচ্ছেদ ১৩ এবং ১৪] [৩৬১-সি-ডি; ৩৬২-ই-এফ]

উত্তর-লিপিগুলির পুনর্মূল্যায়ন

২)এটি আইনের নিষ্পত্তি প্রস্তাব যে বিধানের অভাবে এটি আদেশ করা যাবে না। মুকেশ ঠাকুরের মামলার ক্ষেত্রে এটি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে পুনর্মূল্যায়নের বিধানের অভাবে এটি অবলম্বন করা যাবে না এবং সিপিআইএল বনাম দিল্লি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের ক্ষেত্রে যে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, তা ইতিমধ্যে পরীক্ষা স্থির হওয়ার পরে ২০১৬ সালে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল, তাই পরীক্ষা স্থির হওয়ার পরে পুনর্মূল্যায়নের বিধান চালু করা যেত না। পুনর্মূল্যায়নের বিধান না থাকায় প্রশ্নবিদ্ধ পরীক্ষার জন্য

যখন পরীক্ষা স্থির হয়েছিল, তখন এটি ব্যবহার করা যায়নি। [অনুচ্ছেদ ১৫] [৩৬২-এফ-জি; ৩৬৪-ডি-ই]

মৌখিক পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বরের বিধান

৩.১)সাক্ষাৎকার নেওয়া বাঞ্ছনীয় এবং উচ্চতর বিচার বিভাগে জেলা বিচারক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পাস নম্বর নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সাক্ষাৎকার হলো কর্মক্ষমতা, সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব এবং প্রকৃত কর্মক্ষমতা বিচারের সর্বোত্তম পদ্ধতি, অন্যথায় বিচার বিভাগের মান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষায় একাডেমিক জ্ঞান পরীক্ষা করা হয়, যা কিছু সময়ের জন্য থাকে, যা সামগ্রিক গুণাবলী, অনুশীলন এবং আইনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছাড়াই অর্জিত হয়।[অনুচ্ছেদ ১৭] [৩৬৭-জি-এইচ; ৩৬৮-এ]

৩.২)এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে ৬৪ জন প্রার্থীর মধ্যে শুধুমাত্র একজন সাক্ষাৎকারে ব্যর্থ হয়েছেন। এটি প্রকৃতপক্ষে পক্ষপাত দেখায় না, বরং এই সত্যের ইঙ্গিত দেয় যে আবেদনকারীর কর্মক্ষমতা এমন ছিল যে কমিটি সর্বাধিক উদার হওয়া সত্ত্বেও উক্ত প্রার্থীকে ন্যূনতম উত্তীর্ণ নম্বর দেওয়াও উপযুক্ত বলে মনে করেনি। কমিটি কর্তৃক নম্বর প্রদানকে অনুপযুক্ত বলা যায় না। নিয়মের তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, ন্যূনতম কাট অফ নির্ধারণ করা হয়। এটি শিথিল করা যেত না এবং উপরন্তু, শিথিলকরণ একটি নীতিগত বিষয় এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব, শিথিল না করার সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক বলা যায় না। [অনুচ্ছেদ ১৮] [৩৬৮-জি-এইচ; ৩৬৯-এ-ডি]

কে. এইচ. সিরাজ বনাম কেরল হাইকোর্ট ও অন্যান্যরা। |২০০৬] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ৭৯০: (২০০৬) ৬ এস. সি. সি ৩৯৫-এর উপর নির্ভরশীল।

চিহ্নগুলিকে গোল করে সাজানো

৫) যখন কোনও নির্দিষ্ট সমষ্টি যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত হয়,একজন ব্যক্তিকে কোনও ছাড় ছাড়াই মানদণ্ড পূরণ করতে হবে। ন্যূনতম সমষ্টি তৈরি করার জন্য রাউন্ডিং অফ পদ্ধতির মাধ্যমে নম্বর বৃদ্ধি করা অনুমোদিত নয়। অতএব, তাৎক্ষণিকভাবে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা ন্যূনতম সমষ্টিগত নম্বর অর্জনের প্রয়োজনীয়তার কারণে রাউন্ডিং অফ পদ্ধতির নীতি প্রয়োগ করা যায়নি। [অনুচ্ছেদ ২০ এবং ২২] [৩৭১-ডি; ৩৭৩-ডি]

লিখিত পরীক্ষায় ন্যূনতম কাট অফ নম্বর ৪০% থেকে ৩৩% করা হবে কিনা এবং সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ব্যক্তি হিসেবে, একটিও প্রশ্নপত্র মাত্র এক নম্বরের ব্যবধানে পাশ করতে পারেননি, এই কারণে আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত কিনা।

৬)প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম পাস নম্বর নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যাতে বিভিন্ন বিষয়ে একাডেমিক জ্ঞান বিচার করা যায়। কেবল সাধারণ জ্ঞান এবং ভাষা বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করে কোনও লাভ হবে না। অন্যান্য বিষয়, দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আইনেও ন্যূনতম জ্ঞান প্রয়োজন ছিল এবং বিপরীত ক্ষেত্রেও এটি সত্য। এবং সেই কারণেই ন্যূনতম পাস নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছিলএবং ৪০% নির্ধারণ করা বেশ যুক্তিসঙ্গত এবং যথাযথ ছিল এবং এই আদালতের পক্ষে এতে হস্তক্ষেপ করা যথাযথ হবে না। লিখিত পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম পাস নম্বর নির্ধারণে কোনও ত্রুটি নেই। যেকোনো পরীক্ষায় এমন ঘটতে পারে যে, যার 'সামান্য নম্বর ভালো' সে কোনও একটি বিষয়ে ভালো ফল করতে না পারে এবং তাকে 'অকৃতকার্য' ঘোষণা করা যেতে পারে। এটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঠিকতা নিয়ে সন্দেহ করার বা শিথিলতার কারণ হতে পারে না। সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া একজন প্রার্থীর নম্বর দেখানো হলে,এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রার্থীর সাধারণ জ্ঞান এবং ভাষা পত্রে কর্মক্ষমতা দেওয়ানি এবং ফৌজদারি পত্রের কর্মক্ষমতার তুলনায় অনেক ভালো ছিল। এভাবে যখন একজন পরীক্ষার্থী মূল্যায়ন করেছেন, তখন সকল প্রার্থীর ক্ষেত্রে একই মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয়েছে। হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ নেই। [অনুচ্ছেদ ২৩] [৩৭৩-এফ-জি; ৩৭৪-এ-বি]

অজিতকুমার পি. এবং অন্যান্যরা বনাম রেমিন কে. আর. এবং অন্যান্যরা (২০১৫) ১৬ এস. সি. সি. ৭৭৮ ~ প্রয়োগযোগ্য নয়।

সুজাসা মুখার্জি বনাম মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট ও অন্যান্যরা। [২০১৫] ২ এস. সি. আর. ৪৮০: (২০১৫) ১১ এস. সি. সি. ৩৯৫; হিমাচল প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বনাম মুকেশ ঠাকুর ও আনর। [২০১০] ৭ এস. সি. আর. ১৮৯: (২০১০) ৬ এস. সি. সি. ৭৫৯; নিবন্ধক, রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস, ব্যাঙ্গালোর বনাম জি হেমলতা ও অন্যান্যরা। [২০১২] ৮ এস. সি. আর. ১৫৭: (২০১২) ৮ এস. সি. সি. ৫৬৮; উড়িষ্যা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও আরেকজন বনাম রূপশ্রী চৌধুরী ও আরেকজন। [২০১১] ৯ এস. সি. আর. ৭৪৮: (২০১১) ৮ এস. সি. সি. ১০৮-উল্লিখিত।

তানিয়া মালিক বনাম দিল্লি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ৩৫৩

মামলা প্রসঙ্গঃ

	প্রযোজ্য নয় বলে স্থির করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৫
র ৭৯০	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৬
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৭ সালের ৭৬৪ নং রিট পিটিশন (দেওয়ানি)

ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে

সঙ্গে

২০১৭ সালের ডব্লিউ. পি. (সি) নং ৯৯৬,৮৯৬,৮৩১,৮৩২,৮৮৫,৯৩৮,১০৪৬,১০৬৩ এবং ১০৮১

২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. (সি) নং ৩৯ ,

আর. এস. সুরি, আর বসন্ত, সঞ্জয় হেগড়ে, রাজু রামচন্দ্রন, প্রবীণ আইনজীবী., কুলবীর সিং মল্লিক, সন্দীপ কালিয়া, শ্রীমতী নবিলা হাসান, লুগম্যান এস. হাসান (ডাঃ সুশীল বালওয়াড়ার জন্য), নচিকেতা যোশী, অভিরাল কাশ্যপ, শ্রীমতী রেশমি রিয়া সিনহা, পারভীন কুমার আগরওয়াল, সঞ্জয় জৈন, শ্রীমতী জেসমিন দামকেওয়ালা, পার্সিভাল বিল্লোরিয়া, বিক্রম সিং, শ্রীমতী কিম্পক লোয়া, রাজীব শর্মা, দীপক গোয়েল, কমল কুমার পান্ডে, প্রদীপ গুপ্তা, পরিনব গুপ্তা, শ্রীমতী মানসি গুপ্তা, সঞ্জয় চক্রবর্তী, উজির সিং মালিক (ডক্টর (শ্রীমতী) বিপিন গুপ্তার জন্য), প্রশান্ত ভূষণ, শ্রীমতী নেহা রাঠী, প্রমিত সাক্সেনা, রাহুল আগরওয়াল, এন. এন. রাহুল আগরওয়াল, এন. এন. রাহুল আগরওয়াল, রাহুল কুমার আগরওয়াল, রাহুল কুমার মিশ্র, রাহুল কুমাওরে

আদালতের রায়টি প্রদান করেন

অরুণ মিশ্র, বিচারপতি. ১) ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে, যা দিল্লি জুডিশিয়াল সার্ভিস, ২০১৫ পরীক্ষার জন্য ৩.১০.২০১৫ তারিখে একটি বিজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। ১০০টি শূন্যপদে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষাটি দুটি ধাপে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল - প্রাথমিক এবং তারপরে, - মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মূল পরীক্ষা (লিখিত)। বিজ্ঞাপন দেওয়া ১০০টি পদের মধ্যে ৬৮টি ছিল সাধারণ বিভাগের; এসসি ১২; এসটি ২০; এর মধ্যে ৪১, ৭ এবং ১৭টি ছিল সংশ্লিষ্ট বিভাগের বকেয়া শূন্যপদ।

শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী (অন্ধ/কম দৃষ্টিশক্তি) এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের (অর্থো) জন্য দুটি শূন্যপদ সংরক্ষিত ছিল। এই নিয়োগগুলি ২০১৫ সালের দাক্ল.পি (সি) নং ৫১৪ এবং ২০১৩ সালের সি.এ নং ১০৮৬ এবং দিল্লি হাইকোর্টে ২০১০ সালের দাক্ল.পি (সি) নং ২৮২৮ এর ফলাফলের উপর নির্ভরশীল ছিল।

২)২০১৭ সালের রিট পিটিশন [সি] নং.৭৬৪-তানিয়া মালিক বনাম দিল্লি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল, পৃথক বিষয়ের ন্যূনতম কাট অফ নম্বর ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৩ শতাংশ করার জন্য আবেদন করা হয়েছে এবং বিকল্পভাবে, দিল্লি হাইকোর্টকে সাক্ষাৎকারের জন্য আহ্বানের মানদণ্ড শিথিল করার নির্দেশ দেওয়া হবে।

৩)আবেদনকারী অনুরোধ করেছেন যে মূল পরীক্ষার ফলাফল ১২.৭.২০১৭-এ ঘোষণা করা হয়েছে। যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ৮৫৩৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাদের মধ্যে ৯১৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং মূল পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। বিজ্ঞাপন অনুসারে, সাক্ষাৎকারের জন্য আহ্বানের যোগ্য হওয়ার জন্য প্রার্থীদের মোট ৫০ শতাংশ এবং মূল পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। মূল পরীক্ষার ফলাফল ১২.৭.২০১৭-এ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং শুধুমাত্র ৬৪ জন শিক্ষার্থী, সাধারণ বিভাগ থেকে ৫৮ জন এবং সংরক্ষিত বিভাগ থেকে ৬ জন ভাইভা ভয়েস পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল।আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে একটি সাক্ষাৎকারের জন্য স্বাভাবিকভাবে পূর্বের অনুশীলন থেকে স্পষ্ট হিসাবে অবহিত আসনের সংখ্যার তুলনায় তিনগুণ সংখ্যক দায়িত্বপ্রাপ্তদের ডাকতে হবে। আবেদনকারী ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর ৪০ শতাংশের পরিবর্তে ৩৩ শতাংশে যুক্তিসঙ্গত করার জন্য একটি উপস্থাপনা জমা দিয়েছিলেন। তবে প্রয়োজনীয় কাজ করা হয়নি।

২০১৭ সালের ডাবলু.পি[সি]-নং ৮৩২ এ এই আদালতের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক উক্ত পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বিকল্পভাবে আবেদনকারীর মূল পরীক্ষার ফৌজদারি আইন পত্রের উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সঞ্জয় সিং ও আনর বনাম ইউ.পি. পাবলিক সার্ভিস কমিশন, এলাহাবাদ ও আনর মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের আলোকে ২০১৫ সালের পরীক্ষায় প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে। (২০০৭) ৩ এস.সি.সি ৭২০, এবং দিল্লি জুডিশিয়াল সার্ভিসেস রুলস, ১৯৭০ এর ১৫ নং বিধি অনুসারে প্রতিটি লিখিত বিষয়ে ৪০% নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীদের জন্য মৌখিক পরীক্ষার জন্য আহ্বানের মানদণ্ড বাতিল করা। এটা নিশ্চিত যে, ফৌজদারি আইন বিষয়ে মাত্র ২৪ জন প্রার্থী ৫০% এর বেশি নম্বর পেতে পেরেছিলেন, তাই প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে

তানিয়া মালিক বনাম দিল্লির উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল৩৫৫ [অরুণ মিশ্র,বিচারপতি]

ফৌজদারি আইনের প্রশ্নপত্র খুব কঠোরভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রদত্ত নম্বর প্রার্থীদের প্রকৃত কর্মক্ষমতা প্রতিফলিত করে না।

৫)২০১৭ সালের ডব্লিউ.পি.[সি] নং.৯৯৬-তে-শ্রীমতী সোয়াতি গুপ্তা বনাম রেজিস্ট্রার জেনারেল, দিল্লি হাইকোর্ট, পরীক্ষার ফলাফল বাতিল করার জন্য একটি আবেদন করা হয়েছে এবং কাগজপত্রের পুনর্মূল্যায়নের জন্য আবেদন করা হয়েছে। আবেদনকারী ৪৯.৯% নম্বর পেয়েছেন। তিনি প্রার্থনা করেছেন যে, এটি সাধারণত ৫০ শতাংশ করা হয় এবং তাকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা উচিত।

৬)২০১৭ সালের ডব্লিউ.পি.[সি] নং ১০৮১ - নবীন বনাম দিল্লি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল, মামলায়, আবেদনকারীকে মৌখিক পরীক্ষায় অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার সংরক্ষিত বিভাগে খালি পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে অথবা নতুন মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে এবং বিচারিক পরিষেবার মৌখিক পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম নম্বর নির্ধারণের বিধান অযৌক্তিক বলে দাবি করা হয়েছে। আবেদনকারীকে ৩৭% নম্বর দেওয়া হয়েছে; যেখানে মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ৪৫% নম্বর ছিল। ১০০টি শূন্যপদে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এবং মোট ৬৪ জন প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়েছিল এবং ৬৩ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষায় আবেদনকারীকে অকৃতকার্য ঘোষণা করা হয়েছিল। হাইকোর্টের সাক্ষাৎকারের জন্য নম্বর শিথিল করা উচিত ছিল। বাকি আবেদনগুলিতে, প্রদত্ত স্বস্তি কমবেশি পূর্বোক্ত রিট আবেদনের মতোই।

৭)দিল্লি হাইকোর্টের নিবন্ধক জেনারেলের দায়ের করা পাল্টা হলফনামায় বলা হয়েছে যে দিল্লি জুডিশিয়াল সার্ভিসেস বিধি, ১৯৭০ (সংক্ষেপে, '১৯৭০ বিধি')-এর অধীনে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার পরে, পরীক্ষার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই।'প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হল একটি স্ক্রিনিং পরীক্ষা যার সর্বোচ্চ নম্বর ২০০। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ন্যূনতম যোগ্যতা নম্বর ছিল সাধারণের জন্য ৬০ শতাংশ এবং সংরক্ষিত বিভাগের জন্য ৫৫। মূল পরীক্ষায় (লিখিত) ৪টি পত্র ছিল, যথা: জি.কে. ও ভাষা, দেওয়ানী আইন-I, দেওয়ানী আইন-II এবং ফৌজদারি আইন এবং এর গুরুত্ব ছিল যথাক্রমে ২৫০, ২০০, ২০০ এবং ২০০ নম্বর। প্রতিটি পত্র দুটি অংশে বিভক্ত, যথা: অংশ "ক" এবং অংশ "খ"। একজন পৃথক পরীক্ষক সমস্ত পত্রের প্রতিটি অংশ পরীক্ষা করেছিলেন। প্রতিটি অংশের জন্য কোনও একাধিক পরীক্ষক ছিলেন না। পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য চারটি পত্রের প্রতিটিতে যথাক্রমে ন্যূনতম ৪০% এবং ৩৫% নম্বর পেতে হয়েছিল; অংশ "ক" এবং অংশ "খ"মোট, এবং চারটি পত্রে সর্বমোট যথাক্রমে কমপক্ষে ৫০% এবং ৪৫% নম্বর পেতে হয়েছিল।

৮) আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে, লিখিত পরীক্ষায় যোগ্য প্রার্থীদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে প্রার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। অযোগ্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা যেত না। দিল্লি উচ্চ বিচার বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের দায়িত্বে ছিলেন। যেহেতু একজন পৃথক পরীক্ষক মূল্যায়ন করেছিলেন, তাই আবেদনকারীদের দাবি অনুযায়ী সংযম/যুক্তিকরণের প্রশ্ন ওঠেনি। উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য গৃহীত পদ্ধতি হল পরীক্ষকের কাছ থেকে রোল নম্বর গোপন রাখা হয়। উত্তরপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার উভয় পাশে একটি কোড নম্বর লেখা থাকে। ফলাফল ঘোষণার পর আবেদনকারীকে উত্তরপত্রের কপি সরবরাহ করা হয়েছিল। সি.পি.আই.এল বনাম দিল্লি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল, ডব্লিউ.পি.[সি] নং ৫১৪, ২০১৫ মামলায়, এই আদালতের দেওয়া পরামর্শগুলি ভবিষ্যতের পরীক্ষার জন্য বিবেচনায় রাখতে হবে। মূল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার অনেক পরে ২৬/০৭/২০১৬ তারিখে আদেশটি জারি করা হয়েছিল। এই বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্তের অনেক আগেই পরীক্ষার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছিল। তাই, উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭০ সালের নিয়ম অনুসারে ২০১৫ সালের শূন্যপদগুলির জন্য অনুষ্ঠিত উক্ত পরীক্ষায় উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের কোনও পদ্ধতি বা বিধান নেই। পরীক্ষকদের কোনও মডেল উত্তর সরবরাহ করা হয়নি।

৯)নবীন বনাম রেজিস্ট্রার জেনারেল, দিল্লি হাইকোর্ট,ডব্লিউ.পি.[সি]নং ১০৮১, ২০১৭ মামলায়, এই অবস্থান গৃহীত হয়েছে যে মৌখিক পরীক্ষাই ১৫০ নম্বর থাকতে হবে; সাধারণ বিভাগের প্রার্থীদের ৫০% নম্বর পেতে হবে এবং সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের ৪৫% নম্বর পেতে হবে চাকরিতে নিয়োগের জন্য সুপারিশের জন্য। সফল প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য ভাইভা ভোটে প্রাপ্ত নম্বরগুলি মূল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করতে হবে। আবেদনকারী ১৫০ নম্বরের মধ্যে মাত্র ৫৫ নম্বর পেয়েছেন, অর্থাৎ ৩৭%, তাই চাকরিতে নিয়োগের জন্য সুপারিশের যোগ্য ছিলেন না। যদিও সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করা যায়নি, তবুও এর অর্থ এই নয় যে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত ৪৫% নম্বরের কাট অফ অপসারণ করা উচিত। কাট অফ নম্বর নির্ধারণকে স্বেচ্ছাচারী বা অযৌক্তিক বলা যাবে না। প্রার্থীদের যোগ্যতা/ব্যক্তিত্ব, উপলব্ধি এবং উপযুক্ততা বিচারে ভাইভা ভোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১০) আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে লিখিত প্রশ্নপত্রে ৪০% কাট অফ নম্বর নির্ধারণ করা যথাযথ নয়। এমনকি সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীও একটি প্রশ্নপত্রে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম নম্বর পেতে পারেননি এবং সামান্য পরিমাণে অর্থাৎ এক নম্বরের ব্যবধানে পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন।

তানিয়া মালিক বনাম দিল্লির উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ৩৫৭

[অরুণ মিশ্র,বিচারপতি]

ফৌজদারি আইনের কাগজে অযথা কঠোর মার্কিং ছিল। মাত্র কয়েকজন প্রার্থী ৫০ শতাংশের বেশি নম্বর অর্জন করতে পেরেছিলেন। এটা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না যে, যে প্রার্থী সামগ্রিকভাবে সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করেছেন, তিনি কোনও একটি কাগজে ব্যর্থ হবেন, এইভাবে মামলাটি পরিচালনার জন্য উপযুক্ত, সঞ্জয় সিং (উপরে) এবং অজিতকুমার পি. এবং অন্যান্যরা বনাম রেমিন কে. আর. এবং অন্যান্যরা (২০১৫) ১৬ এস. সি. সি. ৭৭৮-এ যেমন বলা হয়েছে। সুজাশা মুখার্জি বনাম কলকাতা হাইকোর্ট ও অন্যান্যরা (২০১৫) ১১ এস. সি. সি. ৩৯৫-এর সিদ্ধান্তে রিলায়েন্সও রাখা হয়েছে। লিখিত বিষয় কাট অফ ৪০ শতাংশ থেকে ৩৩ শতাংশে নামিয়ে আনার জন্যও প্রার্থনা করা হয়েছে।স্বাতী গুপ্ত (উপরে)-এর ক্ষেত্রে, তাকে মৌখিক পরীক্ষা-এর যোগ্য করে তুলতে ৪৯.৯% থেকে ৫০ শতাংশে পরিণত করার জন্য অতিরিক্ত ভিত্তি অনুরোধ করা হয়েছে। ডব্লিউপি [সি] নং.৮৩২/২০১৭-এর ক্ষেত্রে-চারু ধনকর বনাম দিল্লি হাইকোর্টের প্রবন্ধক জেনারেল, এছাড়াও, এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে ফৌজদারি আইনের প্রশ্নপত্রের উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়নের আদেশ দেওয়া উচিত এবং ৪০ শতাংশ নম্বর পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা উচিত। নবীন বনাম রেজিস্ট্রার জেনারেল, দিল্লি হাইকোর্টের ক্ষেত্রে, ভাইভা ভয়েসের জন্য ন্যূনতম নম্বর নির্ধারণ না করার জন্য একটি অনুরোধ করা হয়েছে।সাক্ষাৎকারে ন্যূনতম, উত্তীর্ণ নম্বর নির্ধারণ অযৌক্তিক বলে দাবি করা হয় এবং তফসিলি জাতি বিভাগের প্রার্থীদের নির্বাচনের জন্য ন্যূনতম উত্তীর্ণ নম্বর শিথিল করার জন্য বিকল্প আবেদন করা হয়েছে। আবেদনকারীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সাক্ষাৎকারে ব্যর্থ হয়েছেন বলে অনুরোধ করা হয়। ৬৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৩ জন সাক্ষাৎকারে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

১১) এর বিপরীতে, দিল্লি হাইকোর্টের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে সঞ্জয় সিং (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষক ছিলেন কারণ এই ধরনের সংযমের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। যদি কোনও একক পরীক্ষক সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে থাকেন, তবে সংযমের কোনও প্রয়োজন নেই। উচ্চতর বিচার বিভাগীয় পরিষেবার গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং উচ্চতর বিচার বিভাগীয় পরিষেবার পদে নিয়োগের জন্য ন্যূনতম উত্তীর্ণ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের জন্য ন্যূনতম নম্বরও যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ বিভাগের জন্য মোট ৫০ শতাংশ প্রাপ্তির প্রয়োজন ছিল, তাই বৃত্তাকার, বন্ধ করার কোনও প্রশ্নই ছিল না।সমষ্টিগতভাবে নির্ধারিত ন্যূনতম নম্বরের চেয়ে কম নম্বর পাওয়া প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা যেত না। সাধারণ বিভাগের প্রার্থীদের তুলনায় সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের জন্য কম নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছিল। সাধারণ বিভাগের জন্য, সাক্ষাত্কারে উত্তীর্ণ নম্বর ছিল ৫০ শতাংশ এবং সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের জন্য উত্তীর্ণ নম্বর ছিল ৪৫ শতাংশ।

১২) প্রথমে আমরা এই প্রশ্নটি গ্রহণ করি যে, সংযমের আদেশ দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না। মূল্যায়নে অভিন্নতা আনার জন্য মিতব্যয়িতা একটি উপযুক্ত পদ্ধতি। যখন একাধিক পরীক্ষক একই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট/প্রচলিত ধরনের প্রশ্নপত্রের উত্তর-স্ক্রিপ্টগুলি ম্যানুয়ালি মূল্যায়ন করেন, তখন পরীক্ষকের পরিবর্তনশীলতা হ্রাস করার জন্য একটি পদ্ধতি হিসাবে মিতব্যয়িতা গ্রহণ করা হয়। সংযমের জন্য নির্দেশ জারি করার উদ্দেশ্যে সঞ্জয় সিং (উপরে)-এর এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীলতা রাখা হয়েছে, যেখানে দেখা গেছেঃ

"২৩)যখন বিপুল সংখ্যক প্রার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন, তখন উত্তরপত্রের মূল্যায়নে সামঞ্জস্য ও সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। যেখানে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সংখ্যা সীমিত এবং শুধুমাত্র একজন পরীক্ষক (বিশেষ করে কাগজ-নির্ধারক নিজেই) উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করেন, সেখানে ধরে নিতে হবে যে মূল্যায়নে অভিন্নতা থাকবে। কিন্তু যেখানে বিপুল সংখ্যক প্রার্থী পরীক্ষা দেন, সেখানে একই পরীক্ষকের দ্বারা সমস্ত উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে না। অতএব, মূল্যায়নের জন্য বেশ কয়েকজন পরীক্ষকের মধ্যে উত্তরপত্র বিতরণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং প্রধান পরীক্ষক হিসাবে কাজ করেন কাগজ-নির্ধারক (বা অন্য প্রবীণ ব্যক্তি)। যখন একাধিক পরীক্ষক কোনও বিষয় সম্পর্কিত উত্তরপত্রগুলি মূল্যায়ন করেন, তখন সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের বিষয়গততা মূল্যায়নের জন্য তাঁকে বরাদ্দ করা উত্তরপত্রগুলিতে তাঁর দ্বারা প্রদত্ত নম্বরগুলিতে প্রবেশ করবে। প্রতিটি পরীক্ষক উত্তরপত্রগুলি মূল্যায়নের জন্য তাঁর নিজস্ব মাপকাঠি প্রয়োগ করবেন। অতএব, অভিজ্ঞ পরীক্ষকরা উত্তরপত্রের সমান ব্যাচ পেলেও, গড় নম্বর এবং প্রদত্ত নম্বরের পরিসরে পার্থক্য থাকে, যার ফলে পৃথক প্রার্থীদের যোগ্যতার উপর প্রভাব পড়ে। এটি ছাড়াও, 'হক-ডোভ' প্রভাব রয়েছে। কিছু পরীক্ষক মূল্যায়নে উদার হন এবং আরও বেশি নম্বর দেওয়ার প্রবণতা রাখেন।কিছু পরীক্ষক কঠোর এবং কম নম্বর দেওয়ার প্রবণতা থাকে। কেউ কেউ নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে মাঝারি এবং ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে। এমনকি যারা উদার বা কঠোর তাদের মধ্যেও কঠোরতা বা উদারতার মাত্রায় বৈচিত্র্য থাকতে পারে। এর অর্থ হল যে যদি একই উত্তর-লিপি বিভিন্ন পরীক্ষকদের দেওয়া হয়, তবে বিভিন্ন নম্বর বরাদ্দ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি খুব ভাল লিখিত উত্তর-লিপি যায়, তবে কঠোর পরীক্ষক এবং মাঝারি উত্তর-স্ক্রিপ্ট একজন উদার পরীক্ষকের কাছে যায়, তবে মাঝারি উত্তর-স্ক্রিপ্টটি দুর্দান্ত উত্তর-স্ক্রিপ্টের চেয়ে বেশি নম্বর দেওয়া যেতে পারে। অন্য কথায়,

তানিয়া মালিক বনাম দিল্লির উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ৩৫৯

[অরুণ মিশ্র,বিচারপতি]

একজন কঠোর পরীক্ষক কর্তৃক ‘হ্রাসকৃত মূল্যায়ন’ এবং একজন উদার পরীক্ষক কর্তৃক ‘বর্ধিত মূল্যায়ন’ হয়। এটি ‘পরীক্ষক পরিবর্তনশীলতা’ বা ‘হক-ডোভ প্রভাব’ নামে পরিচিত। অতএব, পরীক্ষকদের মধ্যে অভিন্নতা নিশ্চিত করার জন্য একটি পদ্ধতি তৈরি করা প্রয়োজন যাতে ‘পরীক্ষক বিষয়গততা’ বা ‘পরীক্ষক পরিবর্তনশীলতার’ প্রভাব কমানো যায়। পরীক্ষক বিষয়গততা বা পরিবর্তনশীলতা কমাতে গৃহীত পদ্ধতিকে সংযম বলা হয়। সংযমের ক্লাসিক পদ্ধতিটি নিম্নরূপ:

(i) সাধারণত, বিষয়ের পেপার-সেটার, যিনি বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক হিসেবে কাজ করেন। তিনি সিনিয়র শিক্ষাবিদ/পণ্ডিত/ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মচারী/বিচারকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন। যেখানে বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর ক্ষেত্রে, একাধিক পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয় এবং তাদের প্রত্যেককে মূল্যায়নের জন্য প্রায় ৩০০টি উত্তরপত্র বরাদ্দ করা হয়।

(ii) মূল্যায়নে অভিন্নতা অর্জনের জন্য, যেখানে একাধিক পরীক্ষক জড়িত থাকেন, পরীক্ষার পরপরই সমস্ত পরীক্ষকের সঙ্গে প্রধান পরীক্ষকের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তারা প্রশ্নপত্র, সম্ভাব্য উত্তর এবং উত্তরের বিভিন্ন দিককে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে। তাদের আলোচনার আলোকে তারা একটি নমুনা মূল্যায়নও করে। 'তাদের প্রত্যেকের দ্বারা স্ক্রিপ্টের নমুনা মূল্যায়ন প্রধান পরীক্ষক দ্বারা পর্যালোচনা করা হয় এবং নম্বর বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আরও আলোচনা করা হয়। এই ধরনের আলোচনার পরে, মূল্যায়নের নিয়মগুলি সম্পর্কে একটি ঐকমত্য হয়। সেই ভিত্তিতে,' পরীক্ষকদের উত্তর স্ক্রিপ্টের মূল্যায়ন সম্পূর্ণ করতে হয়। কিন্তু এটি নিজেই পরীক্ষকদের মধ্যে মূল্যায়নের অভিন্নতা নিয়ে আসে না। নিয়মগুলি সম্মত হওয়া সত্ত্বেও, অনেক পরীক্ষক প্রত্যাশিত বা সম্মত নিয়মগুলি থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রবণতা দেখায়, কারণ মূল্যায়নের সময় তাদের কঠোরতা বা উদারতা বা কামুকতা বা অসততার প্রবণতা তাদের সতর্কতাকে ছাপিয়ে যায়। 'অতএব, আরও কিছু সংশোধনমূলক পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

(iii)পরীক্ষকদের দ্বারা মূল্যায়ন সম্পন্ন হওয়ার পরে, প্রধান পরীক্ষক সঠিক উত্তরপত্রের একটি এলোমেলো নমুনা জরিপ পরিচালনা করেন যাতে যাচাই করা যায় যে পরীক্ষকদের বৈঠকে বিবর্তিত নিয়মগুলি আসলে পরীক্ষকদের দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা। এলোমেলো নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় সাধারণত কিছু শীর্ষ-স্তরের উত্তরপত্র এবং প্রতিটি পরীক্ষকের দ্বারা মূল্যবান উত্তরপত্রের ব্যাচ থেকে এলোমেলোভাবে নির্বাচিত কিছু উত্তরপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়।

প্রতিটি পরীক্ষকের উচ্চ-স্তরের উত্তরপত্র পুনঃমূল্যায়ন করেন প্রধান পরীক্ষক যিনি তাঁর বিবেচনায়, অভিন্নতা অর্জনের জন্য নম্বর প্রদানে যথাসম্ভব সংশোধন বা পরিবর্তন করেন। (এই উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনে নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান যেমন বিভিন্ন নম্বর পরিসরে প্রার্থীদের বন্টন, নম্বরের গড় শতাংশ, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন নম্বর প্রদান ইত্যাদিও প্রতিটি পরীক্ষকের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা যেতে পারে।)

(iv) প্রতিটি পরীক্ষক কর্তৃক গৃহীত মান নির্ধারণ বা মূল্যায়নের পরে, প্রধান পরীক্ষক কোনও পরিবর্তন ছাড়াই নম্বর প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেন যদি পরীক্ষক সম্মত নিয়মগুলি অনুসরণ করেন, বা ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী সংযমের পরামর্শ দেন, যা উদারতার মাত্রা বা মার্কিংয়ের কঠোরতা অনুসারে পরিবর্তিত হয়। প্রধান পরীক্ষক দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করা শীর্ষ স্তরের উত্তর বইয়ের ক্ষেত্রে, তাঁর নম্বরের পুরস্কার চূড়ান্ত হিসাবে গৃহীত হয়। শীর্ষ স্তরের নীচের অন্যান্য উত্তর বইয়ের ক্ষেত্রে, পরীক্ষকদের মধ্যে সর্বাধিক অভিন্নতা অর্জনের জন্য, পুরস্কারগুলি প্রধান পরীক্ষকের সুপারিশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

(v) প্রধান পরীক্ষকের মতে যদি কোনও পরীক্ষকের দ্বারা অনিয়মিত বা অসাবধানতার সাথে চিহ্নিতকরণ করা হয়, যার জন্য কোনও মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, তবে এই ধরনের পরীক্ষকের দ্বারা মূল্যবান উত্তরপত্রগুলি প্রধান পরীক্ষক বা অন্য কোনও পরীক্ষক দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করা হয়, যিনি সম্মত নিয়মগুলি অনুসরণ করেছেন বলে প্রমাণিত হয়।

(vi) যেখানে প্রার্থীদের সংখ্যা অনেক বেশি এবং পরীক্ষক সংখ্যা অনেক, সেখানে একজন প্রধান পরীক্ষকের পক্ষে সমস্ত পরীক্ষকের কাজ মূল্যায়ন করা কঠিন হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আরও এক স্তরের পরীক্ষক চালু করা হয়। প্রতি দশ বা কুড়ি জন পরীক্ষকের জন্য একজন প্রধান পরীক্ষক থাকবেন যিনি উপরের মতো এলোমেলো নমুনাগুলি পরীক্ষা করবেন। প্রধান পরীক্ষকদের কাজ, সঠিক ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য একজন প্রধান পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

'সংযমের' উপরের পদ্ধতিটি যথেষ্ট অভিন্নতা এবং ধারাবাহিকতা নিয়ে আসবে। এটি লক্ষ করা উচিত যে মূল্যায়নে পরম অভিন্নতা বা ধারাবাহিকতা অর্জন করা অসম্ভব যেখানে বেশ কয়েকজন পরীক্ষক রয়েছেন এবং প্রচেষ্টা কেবল সর্বাধিক অভিন্নতা অর্জনের জন্য।

২৭)কিন্তু কমিশনের মতো কিছু পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, স্কেলিং ব্যবহার করা যেতে পারে, শুধুমাত্র যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি সাধারণ ভিত্তি খুঁজে বের করার প্রয়োজন রয়েছে (যা বিভিন্ন বিষয়ে পারফরম্যান্সকে একটি সাধারণ স্কেলে নিয়ে আসছে), তবে পরীক্ষকের পরিবর্তনশীলতা হ্রাস করার জন্য সংযমের বিকল্প হিসাবেও (যেখানে বিভিন্ন পরীক্ষক একই বিষয় সম্পর্কিত উত্তর স্ক্রিপ্টগুলি মূল্যায়ন করেন)।"

১৩)সঞ্জয় সিং (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রে এই আদালত যেখানে একই বিষয়ের একাধিক পরীক্ষক রয়েছে সেখানে উপযুক্ত হওয়ার জন্য সংযম নির্ধারণ করেছে। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে যেখানে সীমিত সংখ্যক প্রার্থী রয়েছেন এবং শুধুমাত্র একজন পরীক্ষক মূল্যায়ন করবেন, সেখানে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মূল্যায়নে অভিন্নতা থাকবে। এখানেই একাধিক পরীক্ষক একই বিষয় মূল্যায়ন করেন। গড় নম্বর এবং প্রদত্ত নম্বরের পরিসরে পার্থক্য রয়েছে। একটি" "বাজ-পায়রা "প্রভাব রয়েছে। কিছু পরীক্ষক উদার হন এবং তারা আরও বেশি নম্বর প্রদান করেন; কিছু পরীক্ষক কঠোর এবং তারা কম নম্বর দেন, একই ভারসাম্য বজায় রাখা যেতে পারে। কঠোরতা এবং উদারতার মাত্রায় বৈচিত্র্য থাকতে পারে।বিষয়গততা বা পরিবর্তনশীলতা অপসারণের জন্যই সংযমের বিধান গ্রহণ করা হয়। এটি, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি নয়, তাই, সঞ্জয় সিং (উপরে)-এর সিদ্ধান্ত আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা সংযমের আবেদনকে সমর্থন করার পরিবর্তে অস্বীকার করে,

১৪)মডারেশনের আবেদনের ক্ষেত্রে, সুজাশা মুখার্জি বনাম কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার ও অন্যান্যরা (২০১৫) ১১ এস.সি.সি ৩৯৫ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভর করা হয়েছে। উক্ত মামলায় তিনজন পরীক্ষক ছিলেন অর্থাৎ একাধিক পরীক্ষক ছিলেন এবং মডারেশন গ্রহণ করা হয়নি। শুধুমাত্র পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছিল। সঞ্জয় সিং (উপরে) -এর ক্ষেত্রে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তেমন সঠিক মডারেশন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। 'বাজপাখি' সিন্ড্রোম নির্মূল করার জন্য গড় নম্বর গণনা করা হয়নি। প্রথম পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর অন্যান্য পরীক্ষার তুলনায় কমবেশি অপরিবর্তিত ছিল। উক্ত প্রসঙ্গে, সুজাশা মুখার্জি (উপরে) মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"১১)সঞ্জয় সিং বনাম উত্তরপ্রদেশের ২৩ অনুচ্ছেদে যেমন মূল্যায়ন করা হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (২০০৭) ৩ এস. সি. সি ৭২০ প্রধান পরীক্ষক/পেপার সেটার দ্বারা গ্রহণ করতে হবে, যিনি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন। প্রচেষ্টা হবে 'বাজপাখি' সিন্ড্রোম নির্মূল করার, এবং এটি অর্জন করা হবে 'গড়' গণনা করে এবং তারপরে, সমস্ত উত্তরপত্রে যোগ বা বিয়োগ করে।

দ্বিতীয় পরীক্ষকের মূল্যায়ন/মার্কিং এবং দ্বিতীয় পত্রের ক্ষেত্রেও মডারেশনের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি ঘটেনি, এই বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। বেশিরভাগ প্রার্থীর উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে গড় ১০ নম্বর হ্রাস করা হয়েছে, যা গড়। অতএব, আপিলকারীর ক্ষেত্রে ১৮ নম্বর পর্যন্ত কর্তন মডারেশনের ফলে যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায্য নয়। আমরা আরও মনে করি যে একজন মডারেটরের উচিত তার মূল্যায়নের সঠিকতা সম্পর্কে দীর্ঘ এবং গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করা, যখন তিনি বুঝতে পারেন যে মডারেশনের কথিত অনুশীলনের মাধ্যমে শীর্ষস্থানীয় প্রার্থী অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। যেমনটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, ১৮ নম্বর কর্তনের পরিবর্তে, যদি ১৫ নম্বরও কর্তন করা হত, তাহলে মডারেশনের আগে সর্বোচ্চ নম্বর এবং মডারেশনের পরেও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনকারী আপিলকারী সাক্ষাৎকার/ভাইভা ভোটে ডাক পাওয়ার যোগ্য হতেন। আপিলকারীর প্রতি গুরুতর অবিচার করা হয়েছে। বিজ্ঞ ডিভিশন বেঞ্চের এই অবিচার সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত ছিল কারণ তাদের আগে বিজ্ঞ একক বিচারকের বিচারিক সিদ্ধান্ত ছিল। আমরা আর কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকব।”

এটা স্পষ্ট যে সুজাসা মুখার্জি (উপরে) সঞ্জয় সিংহের (উপরে) পরিকল্পিত সংযমের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। তাই এই আদালত হস্তক্ষেপ করেছিল। তবে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে যেহেতু এটি বিতর্কিত নয় যে শুধুমাত্র একজন পরীক্ষক একটি বিষয়ের একই অংশ মূল্যায়ন করেছিলেন। আমাদের মতামত অনুযায়ী সংযমের প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল না।

১৫)এখন আমরা উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়নের বিষয়ে দ্বিতীয় আবেদনটি গ্রহণ করছি। এটি আইনের নিষ্পত্তি প্রস্তাব যে বিধানের অভাবে এটি আদেশ করা যাবে না। হিমাচল প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বনাম মুকেশ ঠাকুর ও আরেকজন (২০১০) ৬ এসসিসি ৭৫৯-এ, এই আদালত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিবেচনা করেছে এবং পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"২৪) উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়নের বিষয়টি আর অবিচ্ছেদ্য নয়। মহারাষ্ট্র রাজ্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং উত্তর বনাম পরিতোষ ভূপেশ কুমারশেঠ মামলায় এই আদালত এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছে যেখানে আদালত এই যুক্তি খারিজ করে দিয়েছে যে পুনর্মূল্যায়নের বিধান না থাকলে, আদালত এই বিষয়ে একটি নির্দেশ জারি করতে পারে।

তানিয়া মালিক বনাম দিল্লির উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ৩৬৩

[অরুণ মিশ্র,বিচারপতি]

আদালত আরও বলেছে যে, পুনঃপরীক্ষণ/যাচাই/পুনঃমূল্যায়নের বিধান না থাকা বিধি/প্রবিধানে অন্তর্ভুক্ত নীতিগত সিদ্ধান্তকেও বিরোধিতা করা যাবে না যদি না এমন কোনও কারণ থাকে যে নীতিটি নিজেই কিছু আইনগত বিধান লঙ্ঘন করছে। আদালত নিম্নরূপ স্থির করেছেন (এসসিসি পিপি. ৩৯-৪০ এবং ৪২, অনুচ্ছেদ ১৪ ও ১৬)

"১৪. ...নীতিগত বিষয় হিসেবে, সংবিধির বিধানগুলি কীভাবে সর্বোত্তমভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং আইনের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যগুলি কার্যকরভাবে অর্জনের জন্য নিয়ম বা প্রবিধানে কোন কোন বিষয়, বাস্তবিক এবং পদ্ধতিগত পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব একচেটিয়াভাবে আইনসভা এবং তার প্রতিনিধিদের উপর বর্তায়..."

১৬,... আইনসভা এবং অধস্তন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা দ্বারা প্রবর্তিত নীতির প্রজ্ঞা নিয়ে আদালত রায় দিতে পারে না। এটি একটি বুদ্ধিমান নীতি হতে পারে যা আইনের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করবে অথবা এর কার্যকারিতার অভাব হতে পারে এবং তাই সংশোধন ও উন্নতির আহ্বান জানাতে পারে।কিন্তু কোনও নিয়ম বা নিয়মে অন্তর্ভুক্ত নীতির কোনও ত্রুটি এটিকে ক্ষমতার ঊর্ধ্বে পরিণত করবে না এবং আদালত এটিকে এই ভিত্তিতে বাতিল করতে পারে না যে তার মতে, এটি বুদ্ধিমানের কাজ নয় বা বিচক্ষণ নীতি, তবে এটি এমনকি একটি বোকামি, এবং এটি আইনের উদ্দেশ্যগুলি কার্যকর করার জন্য সত্যিই কাজ করবে না।"

২৫)এই মতামতটি প্রমোদ কুমার শ্রীবাস্তব বনাম বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন, (২০০৪) ৬ এস. সি. সি. ৭১৪ মামলায় এই আদালত দ্বারা অনুমোদিত এবং নির্ভর করা হয়েছে এবং পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছেঃ (এস. সি. সি. পি.পি.৭১৭-১৮ ,অনুচ্ছেদ ৭)

"৭.... কমিশনের প্রাসঙ্গিক নিয়মের অধীনে এমন কোনও বিধান নেই যেখানে কোনও প্রার্থী তার উত্তর-বইয়ের পুনর্মূল্যায়ন চাইতে পারেন। যাচাই-বাছাইয়ের জন্য কেবল একটি বিধান রয়েছে যেখানে কোনও প্রার্থী দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত উত্তর 'জি' পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা এবং প্রতিটি প্রশ্নের মোট নম্বরের মধ্যে কোনও ভুল হয়েছে কিনা এবং উত্তর-বইয়ের প্রথম প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় সেগুলি সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে উত্তর-বইগুলি দেখা হয়। যাচাই-বাছাইয়ের পরে সাধারণ বিজ্ঞান বিষয় আবেদনকারীকে দেওয়া নম্বরগুলিতে কোনও ভুল পাওয়া যায়নি বলে কোনও বিতর্ক নেই।

প্রাসঙ্গিক নিয়মে উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের কোনও বিধান না থাকায়, কোনও পরীক্ষার্থীরই তার নম্বর পুনর্মূল্যায়নের দাবি বা চাওয়ার কোনও অধিকার নেই।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

ডঃ মুনীব-উল-রেহমান হারুণ (ডঃ) বনাম জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য সরকার (১৯৮৪)} ৪ এস. সি. সি. ২৪; মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বনাম প্রবাস রঞ্জন পান্ডা (২০০৪) ১৩ এস. সি. সি. ৩৮৩; মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বনাম ডি. শুভঙ্কর (২০০৭) ১ এস. সি. সি. ৬০৩; ডব্লিউ. বি. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ বনাম অয়ন দাস (২০০৭) ৮ এস. সি. সি. ২৪২; এবং সাহিতি বনাম ডঃ এন. টি. আর.-ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সাইন্স (২০০৯) ১ এস.সি.সি ৫৯৯এ একই মত পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

২৬. সুতরাং, এই বিষয়ে আইনটি এমনভাবে উদ্ভূত হয় যে সংবিধিবদ্ধ বা সংবিধিবদ্ধ বিধি/প্রবিধানের অধীনে কোনও বিধানের অভাবে আদালতের সাধারণত পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়া উচিত নয়।

মুকেশ ঠাকুরের (উপরে উল্লিখিত) মামলায় বলা হয়েছে যে, পুনর্মূল্যায়নের বিধানের অভাবে এটি অবলম্বন করা যাবে না এবং সিপিআইএল বনাম দিল্লি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে যে পর্যবেক্ষণগুলি করা হয়েছিল, সেগুলি পরীক্ষা স্থির হওয়ার পরে ২০১৬ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সুতরাং পরীক্ষা স্থির হওয়ার পরে পুনর্মূল্যায়নের বিধান চালু করা যেত না। আমাদের মতে, পরীক্ষা স্থির হওয়ার সময় পুনর্মূল্যায়নের বিধানের অভাবে প্রশ্নবিদ্ধ পরীক্ষার জন্য এটি অবলম্বন করা যেত না,

১৬. মৌখিক পরীক্ষায় ন্যূনতম উত্তীর্ণের নম্বর নির্ধারণের বিষয়ে আমাদের মতে, কে. এইচ. সিরাজ বনাম কেরল হাইকোর্ট ও অন্যান্যরা (২০০৬) ৬ এস. সি. সি ৩৯৫-এ এই আদালত যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, সাক্ষাৎকারটি প্রার্থীর ক্ষমতা মূল্যায়ন করার এবং ক্ষমতা ও ন্যূনতম নম্বর নির্ধারণের সর্বোত্তম পদ্ধতি। যদি কোনও প্রার্থী সাক্ষাৎকারে ব্যর্থ হন তবে তাকে মুন্সিফ ম্যাজিস্ট্রেটের কাজের জন্য উপযুক্ত বলা যায় না। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"৫৪. আমাদের মতে, সাক্ষাৎকার একটি নির্দিষ্ট পদের জন্য একজন প্রার্থীর উপযুক্ততা মূল্যায়নের সর্বোত্তম উপায়। যদিও লিখিত পরীক্ষা প্রার্থীদের শিক্ষাগত জ্ঞানের সাক্ষ্য দেবে, তবে মৌখিক পরীক্ষা একাই তার সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ব্যক্তিগত গুণাবলী যেমন সতর্কতা, দক্ষতা, নির্ভরযোগ্যতা, আলোচনার ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, নেতৃত্বের গুণাবলী ইত্যাদি প্রকাশ করতে পারে যা একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার জন্যও প্রয়োজনীয়।

তানিয়া মালিক বনাম দিল্লির উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ৩৬৫ [অরুণ মিশ্র,বিচারপতি]

৫৫) আমরা সম্পূর্ণরূপে লীলা ধর বনাম রাজস্থান রাজ্য (১৯৮১) ৪ এস. সি. সি ১৫৯-এ এই আদালতের একটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করতে পারি যেখানে এই আদালত নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ

"সরকারি চাকরিতে প্রবেশের জন্য যেকোনো নির্বাচন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হলো পৃষ্ঠপোষকতা এবং পক্ষপাতিত্ব এড়িয়ে চাকরির জন্য সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিশ্চিত করা। নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে পরীক্ষিত যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন, যেকোনো কার্যকর এবং দক্ষ সরকারি চাকরির অপরিহার্য ভিত্তি। তাই, উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রায় সর্বজনীনভাবে সরকারি চাকরির প্রবেশদ্বার হিসেবে গৃহীত হয়েছে।"

‘নিয়োগের আদর্শ হলো অন্যায্যতা দূর করা।’ (এস.সি.সি পৃষ্ঠা ১৬২-৬৩, অনুচ্ছেদ ৪)

'একজন ব্যক্তির একাডেমিক জ্ঞান এবং দক্ষতার মূল্যায়নের উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নিয়োগ ব্যবস্থা, যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, মানুষের সাথে এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করার ক্ষমতা থেকে আলাদা, আজকের চাহিদা পূরণ করতে পারে না, আগামীকালের চাহিদা তো দূরের কথা... আমরা পরামর্শ দিতে চাই যে নিয়োগ পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে আমরা এমন প্রার্থীদের নির্বাচন করতে পারি যারা কেবল জ্ঞান আত্মস্থ করতে পারে না এবং পরিস্থিতি বা সমস্যার প্রভাব বোঝার জন্য উপাদান পরীক্ষা করতে পারে না বরং সমস্যা সমাধানের জন্য একটি মৌলিক বা উদ্ভাবনী পদ্ধতি বিকাশের সম্ভাবনা রাখে।'

এখন এটা সর্বজনবিদিত যে লিখিত পরীক্ষা একজন প্রার্থীর জ্ঞান এবং বৌদ্ধিক ক্ষমতা মূল্যায়ন করে, একই সাথে একজন প্রার্থীর সামগ্রিক বৌদ্ধিক এবং ব্যক্তিগত গুণাবলী মূল্যায়নের জন্য একটি সাক্ষাৎকার পরীক্ষা মূল্যবান। যদিও লিখিত পরীক্ষার সাক্ষাৎকার পরীক্ষার তুলনায় কিছু স্বতন্ত্র সুবিধা রয়েছে, তবুও এখনও এমন কোনও লিখিত পরীক্ষা নেই যা প্রার্থীর উদ্যোগ, সতর্কতা, সম্পদশালীতা, নির্ভরযোগ্যতা, সহযোগিতা, স্পষ্ট এবং যৌক্তিক উপস্থাপনার ক্ষমতা, আলোচনায় কার্যকারিতা, অন্যদের সাথে দেখা এবং আচরণে কার্যকারিতা, অভিযোজনযোগ্যতা, বিচার, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, বৌদ্ধিক এবং নৈতিক সততা মূল্যায়ন করতে পারে। (এস.সি.সি পৃষ্ঠা ১৬৩, অনুচ্ছেদ ৫)

‘যদিও আমরা মনে করি যে সাক্ষাৎকারের জন্য বরাদ্দ নম্বরগুলি উচ্চ দিকে রয়েছে এবং প্রশ্নটি পুনরায় পরীক্ষা করা সরকারের পক্ষে উপযুক্ত হতে পারে, আমরা এই যুক্তিটি সমর্থন করতে অক্ষম যে সাক্ষাৎকারের জন্য এত উচ্চ নম্বর প্রদান করা সরকারের ক্ষমতার মধ্যে ছিল না বা ক্ষমতার কোনও স্বেচ্ছাচারী অনুশীলন ছিল।(এস.সি.সি পৃষ্ঠা ১৬৬,অনুচ্ছেদ ৯)”

৫৬)মোহন কুমার সিংহানিয়া এবং অন্যান্যরা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা এআইআর ১৯৯২ এসসি ১, এস রত্নভেল পান্ডিয়ান, বিচারপতি বেঞ্চের পক্ষে কথা বলছেন, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ (এসসিসি পৃষ্ঠা.৬০৮, অনুচ্ছেদ ১৮-২১)

১৮)হারমার ফিনার তাঁর পাঠ্যপুস্তকে 'আধুনিক সরকারের তত্ত্ব ও অনুশীলন' শিরোনামে লিখেছেনঃ

‘চরিত্র নির্বাচনের সমস্যাটি এখনও সর্বত্র সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস সাক্ষাৎকার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।’

১৯)১৯৩৫ সালে আই. সি. এস পরীক্ষার জন্য ভাইভা ভয়েস পরীক্ষার উদ্দেশ্য সিভিল সার্ভিস কমিশনের পুস্তিকাটির নিম্নলিখিত অংশ থেকে ভালভাবে বোঝা যায়ঃ

‘মৌখিক পরিক্ষা - পরীক্ষাটি সাধারণ আগ্রহের বিষয়গুলিতে হবে: এটি প্রার্থীর সতর্কতা, বুদ্ধিমত্তা এবং বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। প্রার্থীকে তার জীবন এবং শিক্ষার রেকর্ড উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া হবে।’

২০)এই প্রসঙ্গে, জাতিসংঘের সিভিল সার্ভিস আইন ও অনুশীলনের হ্যান্ডবুক থেকে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা সমীচীন, যেখানে লেখা আছে:

"...লিখিত প্রবন্ধগুলি সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধিক দক্ষতার মূল্যায়নের অনুমতি দেয়। এই সাক্ষাৎকারটি চরিত্রের এমন গুণাবলীর মূল্যায়নের অনুমতি দেয় যা লিখিত প্রবন্ধগুলি উপেক্ষা করে; এটি ব্যক্তিকে তার বৌদ্ধিক ক্ষমতা নয় বরং নিজেই মূল্যায়ন করার চেষ্টা করে।"

২১. লীলা ধর বনাম রাজস্থান রাজ্য (১৯৮১) ৪ এস.সি.সি ১৫৯ মামলায় এই আদালত লিখিত এবং সাক্ষাৎকার, এই দুটি পরীক্ষার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করার সময় নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেন: (এস.সি.সি পৃষ্ঠা ১৬৪, অনুচ্ছেদ ৬)

তানিয়া মালিক বনাম দিল্লির উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ৩৬৭ [অরুণ মিশ্র,বিচারপতি]

‘...লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীর বুদ্ধিমত্তার মূল্যায়ন করা হয় এবং সাক্ষাৎকারে প্রার্থীর নিজের পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং ‘দুটিই মিলিত হবে’ সঠিক নির্বাচনের জন্য।’

৫৭. দিল্লি বার অ্যাসোসিয়েশন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০০২) ১০ এসসিসি ১৫৯ মামলায় একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার কী কী গুণাবলী থাকতে হবে তা এই আদালত দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার একাডেমিক জ্ঞান ছাড়াও তার চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকতে হবে, তাকে কৌশলী হতে হবে, তাকে অবশ্যই কূটনৈতিক হতে হবে, তার হাস্যরসের অনুভূতি থাকতে হবে, পরিস্থিতি শান্ত করার ক্ষমতা থাকতে হবে, সাক্ষীদের পরীক্ষা এবং দীর্ঘ অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি এবং এই জাতীয় বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। এই ধরণের ক্ষমতার অস্তিত্ব কেবল মৌখিক সাক্ষাৎকারেই প্রকাশিত হতে পারে। বিচার বিভাগের জন্য কেবলমাত্র ন্যূনতম এই ধরণের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরই নির্বাচন করা অপরিহার্য কারণ অন্যথায়, মান দুর্বল হয়ে যাবে এবং নিম্নমানের বিষয়গুলি বিচার বিভাগে প্রবেশ করতে পারে। আপিলকারী/আবেদনকারীদের যুক্তি গ্রহণের ফলে এমন একটি ধারণা তৈরি হতে পারে যে লিখিত পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর পাওয়া কিন্তু মৌখিক সাক্ষাৎকার থেকে স্পষ্টতই চাকরির জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রার্থী এখনও বিচার বিভাগে স্থান পেতে পারেন। এটি অধস্তন বিচার বিভাগের দ্বারা বজায় রাখা মানদণ্ডের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। অতএব, হাইকোর্ট মৌখিক সাক্ষাৎকারের জন্য একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে, যা আসলে কম কারণ এতে পাসের জন্য ৩০% নম্বর প্রয়োজন। সাক্ষাৎকারের জন্য মোট নম্বর ৪৫০ এর মধ্যে মাত্র ৫০। অতএব, প্রেসক্রিপশনটি সর্বনিম্ন রাখা হয় এবং যদি কোনও প্রার্থী এই সর্বনিম্ন নম্বরও অর্জন করতে ব্যর্থ হন, তবে হাইকোর্টের পাঁচজন অভিজ্ঞ বিচারকের মূল্যায়ন অনুসারে, তিনি মুন্সেফ ম্যাজিস্ট্রেটের পদের জন্য উপযুক্ত বলে ধরে নেওয়া যায় না।

১৭) আমাদের মতে, সাক্ষাৎকার নেওয়া বাঞ্ছনীয় এবং জেলা জজ পদে উচ্চতর বিচার বিভাগে নিয়োগের সময় এর জন্য ন্যূনতম পাসিং নম্বর নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সাক্ষাৎকার হল কর্মক্ষমতা, সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব এবং প্রকৃত কাজের জ্ঞান এবং সম্পাদন করার ক্ষমতা বিচার করার সর্বোত্তম পদ্ধতি অন্যথায় বিচার বিভাগের মানের সাথে আপস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় কেবল একাডেমিক জ্ঞান পরীক্ষা করা হয়, যা কিছু সময়ের জন্য অর্জিত হয়, সামগ্রিক গুণাবলী, অনুশীলন এবং আইনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়াই।

লিখিত পরীক্ষায়, এমনকি যে ব্যক্তির কোনও দক্ষতা নেই, যে না বুছে মুখস্থ মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়, সেও আরও ভাল নম্বর পেতে পারে। যখন হাইকোর্টের বিচারকদেরও কর্মক্ষমতা এবং বুদ্ধি বিচারের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়, তখন একটি সাক্ষাৎকার বিচার বিভাগীয় পদের জন্য অপরিহার্য হবে। শেষ পর্যন্ত, তারা জনগণের কাছে ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য অধস্তন ও উচ্চতর বিচার বিভাগের বিচারক এবং বিচারকদের চেয়ার সাজাতে আসে, ৭ বছরের সরাসরি নিয়োগের জন্য অনুশীলনের অভিজ্ঞতার মানদণ্ড প্রকৃতপক্ষে সাক্ষাৎকার, যোগাযোগ দক্ষতা এবং কিছু দিক ব্যাখ্যা করে বিচার করা যেতে পারে যা কেবল লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব হবে না। সিরাজ (উপরে)-এ জোর দেওয়া হয়েছে যে, উচ্চ বিচার বিভাগে জেলা বিচারক হিসাবে নিয়োগের জন্য প্রার্থীর উপযুক্ততা বিচার করার জন্য সাক্ষাৎকারই প্রধান ভিত্তি। আমাদের মতে এটি একেবারে প্রয়োজনীয়। যখন আমরা আগে লিখিত পরীক্ষা নির্ধারিত না হওয়ার সময় অতীতের অনুশীলন বিবেচনা করতাম, তখন হাইকোর্ট কেবল সাক্ষাৎকারের পদ্ধতির মাধ্যমে উচ্চ বিচার বিভাগের জন্য প্রার্থীদের নির্বাচন করত। এখন লিখিত পরীক্ষার অতিরিক্ত সুরক্ষা যুক্ত করা হয়েছে।উচ্চতর বিচার বিভাগের পদের জন্য সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি অযোগ্য উপাদান/ক্র্যামারদের নির্মূল করার জন্য একেবারেই প্রয়োজনীয় এবং আমাদের বিবেচিত মতে, ন্যূনতম পাস নম্বর নির্ধারণ করা কেবল উপযুক্তই নয়, বরং একেবারেই প্রয়োজনীয় যাতে অনুপযুক্ত উপাদানগুলি আলাদা করা যায় যাতে খড় থেকে শস্য আলাদা করা যায়। একজন বিচারকের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি বিশাল পার্থক্য রয়েছে যা কেবল লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে বিচার করা যায় না এবং যার জন্য সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব, গোয়েন্দা পরীক্ষা একেবারেই প্রয়োজনীয়। এটি ছাড়া বিচার বিভাগে নিয়োগ করা উপযুক্ত হবে না।সুতরাং আমাদের মতে, সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের জন্য ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ নম্বরের নির্দেশকে অপ্রয়োজনীয় বলা যাবে না। কেবলমাত্র আরও কিছু পদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এবং সেগুলি খালি পড়ে রয়েছে, ইন্টারভিউ হওয়ার পরে ইন্টারভিউয়ের জন্য ন্যূনতম নম্বর শিথিল করার কোনও কারণ হতে পারে না।এটি করা উপযুক্ত হত না এবং হাইকোর্ট তার উত্তরে মৌখিক পরীক্ষায় ন্যূনতম উত্তীর্ণের নম্বর শিথিল করার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে এবং যেহেতু শিথিল করার ক্ষমতা হাইকোর্টকে প্রয়োগ করতে হবে এবং যেহেতু এটি যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে এবং এই ধরনের প্রেসক্রিপশনের পিছনে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধরনের আবেদনের বিরোধিতা করেছে, তাই আমরা ন্যূনতম নম্বর শিথিল করার জন্য হাইকোর্টকে নির্দেশ দিতে আগ্রহী নই।

১৮)এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে ৬৪ জন প্রার্থীর মধ্যে শুধুমাত্র একজন সাক্ষাৎকারে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি পক্ষপাতদুষ্টতা প্রকাশ করে না বরং

তানিয়া মালিক বনাম দিল্লির উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ৩৬৯ [অরুণ মিশ্র,বিচারপতি]

এই সত্যের ইঙ্গিত দেয় যে আবেদনকারীর কর্মক্ষমতা এমন ছিল যে কমিটি সর্বাধিক উদার হওয়া সত্ত্বেও, তারা উক্ত প্রার্থীকে ন্যূনতম পাসিং নম্বরও প্রদান করা উপযুক্ত বলে মনে করেনি। আমাদের মতে, কমিটি কর্তৃক নম্বর প্রদানকে অনুপযুক্ত বলা যায় না। কোনও বিদ্বেষকে দায়ী করা হয়নি; তাই আমরা উপরোক্ত ভিত্তিতে হস্তক্ষেপের কোনও সুযোগ পাইনি। অজিতকুমার (উপরে)-এর উপর আস্থা রাখা হয়েছে, যেখানে কমিশন কাট অফ নম্বর থেকে নম্বর পাওয়া বিভিন্ন সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের ডাকার মানদণ্ড শিথিল করেছে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কাট অফ নম্বর শিথিল করার জন্য পরিষেবা কমিশনের সিদ্ধান্তকে বিরোধিতা করা আগের দফার মামলা মোকদ্দমায় সফল হতে পারেনি। নিয়ম দ্বারা পরিচালিত নয় এমন প্রাথমিক পরীক্ষায় সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীদের জন্য কাট অফ নম্বর শিথিল করা হয়েছিল। নিয়মের তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, ন্যূনতম কাট অফ নির্ধারিত হয়।এটি শিথিল করা যেত না এবং উপরন্তু, শিথিলতা নীতির বিষয় এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব, শিথিল না করার সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক বলা যায় না, সিদ্ধান্তটির কোনও প্রয়োগ নেই।

১৯)অন্যথায়, আবেদনকারীরা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় ন্যূনতম কাট অফ নম্বরের শর্ত দিয়ে পরীক্ষা দিয়েছেন এবং তারপর ব্যর্থ হওয়ার পর, তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারেন না এবং বিপরীত যুক্তি দিতে বাধা দেওয়া হয়। কে. সিরাজ (উপরে)-এর এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, যখন প্রার্থীরা সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যে নির্বাচনের জন্য তাদের নির্ধারিত ন্যূনতম পাস নম্বর পূরণ করতে হবে, তখন তারা ফিরে এসে বিরোধিতা করতে পারতেন না যে ন্যূনতম নম্বরের প্রেসক্রিপশনটি অনুপযুক্ত ছিল। কে. এইচ. সিরাজ (উপরে)-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, তাদের এই যুক্তি দাঁড়াতে বাধা দেওয়া হয়েছে:

"৭২)আপিলকারী/আবেদনকারীরা, যেকোনো ক্ষেত্রেই, একাধিক কারণে ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী নন। তারা কোনও আপত্তি না জানিয়ে লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা হাইকোর্টের বিজ্ঞপ্তি থেকে ভালভাবে জানতেন যে লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই ন্যূনতম নম্বর নিশ্চিত করতে হবে। তারা রেমানি বনাম কেরালা হাইকোর্ট ১৯৯৬ (২) কেএলটি ৪৩৯ মামলায় হাইকোর্টের বিচারিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। এই মামলাটি ভাইভা পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম ৩০% যোগ্যতা নম্বর নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত। সি.এস. রাজন, বিচারপতি., উপরোক্ত রায়ে, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন: (কেএলটি পৃষ্ঠা ৪৪১-৪২, অনুচ্ছেদ ৫)

"....উভয় পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতেই নির্বাচন করতে হবে। আই.সি.এ.আর.-এর ক্ষেত্রেও, প্রাসঙ্গিক নিয়মগুলি নির্বাচন বোর্ডকে প্রার্থীর ভাইভা পরীক্ষায় প্রাপ্ত ন্যূনতম যোগ্যতা নম্বর নির্ধারণ করতে সক্ষম করেনি। দিল্লি জুডিশিয়াল সার্ভিসের মামলা (১৯৮৫) ৩ এসসিসি ৭২১ এবং উমেশ চন্দ্র (১৯৮৫) ৩ এসসিসি ৭২১-তেও, নিয়মগুলি কমিটিকে মোট ৬০০-এর কম নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীদের বাদ দেওয়ার ক্ষমতা দেয়নি। অতএব, এই সমস্ত ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ভাইভা পরীক্ষার জন্য পৃথক ন্যূনতম নম্বর নির্ধারণ আইনত খারাপ কারণ, নিয়ম অনুসারে, কোনও ন্যূনতম যোগ্যতা নম্বর নির্ধারণ করা হয়নি।

হাইকোর্ট পি.কে.রামচন্দ্র আইয়ারের মামলা (১৯৮৪) ২ এসসিসি ১৪১ এবং উমেশ চন্দ্রের মামলা (উপরে)-এর উপরও নির্ভর করেছিল।

৭৩)এই পটভূমিতে আপিলকারী/আবেদনকারীরা সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করার পর, সাক্ষাৎকারে ব্যর্থ হলে আপিলকারী/আবেদনকারীরা ফিরে এসে যুক্তি দিতে পারবেন না যে সাক্ষাৎকারের জন্য ন্যূনতম নম্বরের বিধান যথাযথ ছিল না। মদন লাল এবং অন্যান্যরা বনাম জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য [১৯৯৫] ৩ এসসিসি ৪৮৬ এর ৯ অনুচ্ছেদে এই আদালত এই রায় দিয়েছে: (এসসিসি পৃ. ৪৯৩)

"৯. এই বিরোধের সমাধানের আগে, আমাদের অবশ্যই এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি বিবেচনা করতে হবে যে আবেদনকারীরা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সফল প্রার্থীরা যারা এখানে সংশ্লিষ্ট বিবাদী ছিলেন, লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের আলোকে মৌখিক সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। এই পর্যায়ে, পক্ষগুলির মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। আবেদনকারীরা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত মৌখিক সাক্ষাৎকারেও উপস্থিত ছিলেন, যারা আবেদনকারীদের পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। এইভাবে আবেদনকারীরা মৌখিক সাক্ষাৎকারে নিজেদের নির্বাচিত করার সুযোগ নিয়েছিলেন। শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক সাক্ষাৎকার উভয় ক্ষেত্রেই তাদের সম্মিলিত পারফরম্যান্সের ফলে তারা সফল হতে পারেননি বলেই তারা এই আবেদনটি দায়ের করেছেন।এখন এটা সুনিশ্চিত যে, যদি কোনও প্রার্থী সুপরিকল্পিত সুযোগ নেন এবং সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হন, তবে কেবল সাক্ষাৎকারের ফলাফল তার কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে, তিনি ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন না এবং পরবর্তীকালে দাবি করতে পারবেন না যে সাক্ষাৎকারের প্রক্রিয়াটি অন্যায্য ছিল অথবা নির্বাচন কমিটি সঠিকভাবে গঠিত হয়নি।

তানিয়া মালিক বনাম দিল্লির উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ৩৭১ [অরুণ মিশ্র,বিচারপতি]

ওম প্রকাশ শুক্লা বনাম অখিলেশ কুমার শুক্লা ১৯৮৬ সালের সম্পূরক এস.সি.সি ২৮৫ মামলায়, এই আদালতের তিনজন বিজ্ঞ বিচারকের বেঞ্চ স্পষ্টভাবে বলেছে যে, যখন আবেদনকারী সুরক্ষা ছাড়াই পরীক্ষায় উপস্থিত হন এবং যখন তিনি দেখেন যে তিনি পরীক্ষায় সফল হবেন না, তখন তিনি উক্ত পরীক্ষার বিরুদ্ধে একটি আবেদন দাখিল করেন, তখন হাইকোর্টের এই ধরনের আবেদনকারীকে কোনও স্বস্তি দেওয়া উচিত ছিল না।"

৭৪)অতএব,আপিলকারী/আবেদনকারীদের দায়ের করা রিট আবেদনটি এই আদালতের উপরোক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থগিতাদেশের ভিত্তিতে খারিজ করা উচিত। হাইকোর্টের বিপরীত রায় পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের উল্লেখ ছাড়াই প্রতি ইনকিউরিয়ামে রয়েছে।"

২০)নম্বরের পূর্ণসংখ্যা নির্ধারণের প্রশ্নে, আমাদের মতে, যখন কোনও নির্দিষ্ট সমষ্টি যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত হয়, তখন একজন ব্যক্তিকে কোনও শিথিলতা ছাড়াই মানদণ্ড পূরণ করতে হবে। ন্যূনতম সমষ্টি তৈরির জন্য পূর্ণসংখ্যা নির্ধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে নম্বর বৃদ্ধি করা অনুমোদিত নয়।

২১)এই আদালত, রাজীব গান্ধী স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, বেঙ্গালুরু বনাম জি. হেমলতা এবং অন্যান্য, (২০১২) ৮ এসসিসি ৫৬৮ মামলায়, এমএসসি (নার্সিং) বিভাগে পিজি কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্যতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্যতার মানদণ্ডের রাউন্ড-অফকে অননুমোদিত বলে রায় দিয়েছে। উড়িষ্যা পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং এনআর বনাম রূপশ্রী চৌধুরী এবং এনআর, (২০১১) ৮ এসসিসি ১০৮ মামলায় প্রদত্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৮)উড়িষ্যা পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং আরেকজন. বনাম. রূপশ্রী চৌধুরী এবং আরেকজন. (২০১১) ৮ এস.সি.সি ১০৮ মামলায় এই আদালত কিছুটা অনুরূপ বাস্তব পরিস্থিতিতে বিবেচনা করেছে যে রাউন্ডিং-অফ পদ্ধতির মাধ্যমে যোগ্যতার মানদণ্ড শিথিল করা যেতে পারে কিনা। উড়িষ্যা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০০৯ সালের ওড়িষ্যা জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষায় ৭৭টি দেওয়ানি বিচারক (জেডি) পদ পূরণের জন্য সরাসরি নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞাপন অনুসারে, সেখানে প্রথম উত্তরদাতা উক্ত পদের জন্য আবেদন করেছিলেন। তিনি প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি মূল লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারের জন্য যোগ্য সফল প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হয় যেখানে প্রথম বিবাদীর নাম ছিল না।

তিনি মার্কশিট পেয়েছিলেন। সে বুঝতে পারল যে সে ৭৫০ নম্বরের মধ্যে ৩৩৭ নম্বর পেয়েছে অর্থাৎ মোট নম্বরের ৪৪.৯৩% এবং প্রতিটি বিষয়ে ৩৩% এরও বেশি নম্বর পেয়েছে।

৯)ওড়িশা সুপিরিয়র জুডিশিয়াল সার্ভিস এবং ওড়িশা জুডিশিয়াল সার্ভিস রুলস, ২০০৭ (সংক্ষেপে "ওড়িশা বিধি") এর নিয়ম ২৪ অনুসারে, লিখিত পরীক্ষায় প্রতিটি পত্রে সর্বনিম্ন ৪৫% নম্বর এবং সর্বনিম্ন ৩৩% নম্বর অর্জনকারী প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা উচিত। যেহেতু প্রথম প্রতিপক্ষ মোট ৪৪.৯৩% নম্বর পেয়েছিলেন, তাই তাকে সাক্ষাৎকার/মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়নি। প্রথম প্রতিপক্ষ উড়িষ্যা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট রিট আবেদনটি মঞ্জুর করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল এই আদালতে করা হয়।

১০) উড়িষ্যা বিধিমালা বিবেচনা করার পর, রূপশ্রী চৌধুরী মামলা (২০১১) ৮ এস. সি. সি ১০৮-এ এই আদালত স্থির করে যে, এর ২৪ নং বিধিমালা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে,

"লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য একজন প্রার্থীকে প্রতিটি বিষয় ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নম্বর এবং মূল পরীক্ষার সমস্ত লিখিত বিষয় মোট ৪৫ শতাংশের কম নম্বর অর্জন করতে হবে।" (এস. সি. সি. পৃ. ১১১, অনুচ্ছেদ ১০)

এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যখন নিয়মে ন্যূনতম প্রাপ্ত নম্বরের উপর জোর দেওয়া হয়, তখন কোনও ছাড় বা রাউন্ড-অফ হতে পারে না। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে আইন/নিয়মে এই জাতীয় কোনও রাউন্ড-অফ বা অনুগ্রহ চিহ্ন দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার কোনও ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এটি স্পষ্ট করা হয়েছিল যেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ১১২, অনুচ্ছেদ ১০)

"১০... [উড়িষ্যা] বিধিমালা বিধিবদ্ধ প্রকৃতির এবং বৃত্তাকার বা শিথিলকরণের সুবিধা দেওয়ার জন্য উক্ত বিধিবদ্ধ বিধিমালাটিতে কিছু শব্দ যোগ করে এই জাতীয় বিধিমালা কোনও দুর্বলকরণ বা সংশোধন অনুমোদিত বা সম্ভব নয়।"

১১)আমাদের মতে, এই রায়ের অনুপাত স্পষ্টতই এই মামলার তথ্যের সাথে প্রযোজ্য। বাণী পতি ত্রিপাঠী বনাম মহাপরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের রায়। এ.আই.আর ২০০৩ এ.আই.আই ১৬৪ এবং কুলদীপ সিং, আইন সহকারী, পাঞ্জাব ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্য মামলায় পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের রায়। (১৯৯৭) ১১৭ পি.এল.আর ১, আমাদের সামনে উদ্ধৃত করা হয়েছে কারণ তারা একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে।

তানিয়া মালিক বনাম দিল্লির উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ৩৭৩ [অরুণ মিশ্র,বিচারপতি]

তবে, উড়িষ্যা পাবলিক সার্ভিস কমিশন (উপরে) -এ এই আদালতের কর্তৃত্বপূর্ণ রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

১২)এম.এসসি (নার্সিং) কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ডের রাউন্ডিং-অফ করার অনুমতি দেয় এমন কোনও আইন বা এর অধীনে প্রণীত কোনও নিয়ম আমাদের দেখানো হয়নি। যখন যোগ্যতার মানদণ্ড একটি যোগ্যতা পরীক্ষায় নির্ধারিত হয়, তখন তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। এর সাথে কোনওরকম লঘুকরণ বা হস্তক্ষেপ অন্যান্য প্রার্থীদের উপর অবিচারের কারণ হবে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ভুল করে বলেছে যে বিজ্ঞ একক বিচারক ৫৪.৭১% থেকে ৫৫% পর্যন্ত রাউন্ডিং-অফ করার সিদ্ধান্তে সঠিক ছিলেন যাতে প্রতিপক্ষ ১ পিজি কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্য হয়। এই ধরনের রাউন্ডিং-অফ অগ্রহণযোগ্য।"

২২)অতএব, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা ন্যূনতম সমষ্টিগত নম্বর পাওয়ার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে রাউন্ডিং অফ পদ্ধতির নীতি প্রয়োগ করা যায়নি।

২৩)লিখিত পরীক্ষায় ন্যূনতম কাট অফ নম্বর ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৩ শতাংশ করা হবে কি না এবং সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ব্যক্তি হিসেবে একটি বিষয় এক নম্বরের স্বল্প ব্যবধানে উত্তীর্ণ হতে না পারার কারণে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না, এই প্রশ্নের জবাবে আরও বলা হয় যে, সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ব্যক্তিকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়নি এবং যেহেতু তিনি লিখিত বিষয় ন্যূনতম শতাংশ উত্তীর্ণ করতে পারেননি এবং সামগ্রিকভাবে কম নম্বর পাওয়া ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়েছে।আমাদের মতে, প্রতিটি বিষয় ন্যূনতম উত্তীর্ণের নম্বর নির্ধারণ করা যেতে পারত এবং এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যাতে বিভিন্ন বিষয়ে একাডেমিক জ্ঞান বিচার করা যায়। সাধারণ জ্ঞান এবং ভাষার বিষয় সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করলে কোনও লাভ হবে না। অন্যান্য বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞান, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনও প্রয়োজনীয় ছিল এবং এটি বিপরীত ক্ষেত্রেও সত্য, এবং সে কারণেই ন্যূনতম উত্তীর্ণের নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং ৪০ শতাংশ নির্ধারণ করা বেশ যুক্তিসঙ্গত ও যথাযথ ছিল এবং এই আদালতের পক্ষে এতে হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না। লিখিত কাগজপত্রের জন্য ন্যূনতম উত্তীর্ণের নম্বর নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আমরা কোনও ত্রুটি খুঁজে পাই না।যে কোনও পরীক্ষায় এমনটা ঘটতে পারে যে, যে ব্যক্তির সমষ্টিগত ফলাফল ভালো, তিনি হয়তো কোনও একটি বিষয় ভালো ফল করতে পারবেন না এবং তাঁকে 'ব্যর্থ' ঘোষণা করা হতে পারে। এটি শিথিলকরণের আদেশ দেওয়ার বা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঠিকতা নিয়ে সন্দেহ করার কারণ হতে পারে না।

যখন আমাদেরকে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া কোনও প্রার্থীর নম্বর দেখানো হয়, তখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সাধারণ জ্ঞান ও ভাষায় কাগজে প্রার্থীর পারফরম্যান্স দেওয়ানি ও ফৌজদারি কাগজপত্রের পারফরম্যান্সের তুলনায় অনেক ভাল ছিল। সুতরাং যখন একজন একক পরীক্ষক মূল্যায়ন করেছেন, তখন সমস্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে একই মাপকাঠি প্রয়োগ করা হয়েছে। আবেদনকারীদের অনুরোধ করা বিভিন্ন ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি আমরা খুঁজে পাই না।

২৪) দিল্লি হাইকোর্টের পক্ষ থেকে বিজ্ঞ আইনজীবীর দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে আমরা নথিতে রাখি যে সিপিআইএল (উপরে)-এ প্রদত্ত সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শগুলি ২০১৬ সালের পরবর্তী পরীক্ষার জন্য কার্যকর করা হয়েছে।

২৫)ফলস্বরূপ, আমরা হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি খুঁজে পাই না। যোগ্যতাবিহীন রিট পিটিশনগুলি এতদ্বারা খারিজ করা হয়। কোনও খরচ নেই।

অঙ্কিত জ্ঞান । রিট পিটিশন খারিজ করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta